দৈনিক নয়া দিগন্ত

অধ্যাপক নাজমুন্নেসা রচিত গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

ইউজিসির রোকেয়া চেয়ার অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাবের 'Public Administration: Theory and Concept' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে ঢাবি ভিসিসহ অতিথিরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রোকেয়া চেয়ার অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাব রচিত 'Public Administration: Theory and Concept' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব গতকাল বুধবার অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদিক হাসান এবং আন্তর্জাতিক এনজিও একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হক অনুষ্ঠানে স্বাগত

■ ৪র্থ পৃ: ২-এর কলামে

বক্তব্য দেন। বিভাগের চেয়ারপারসন ড. সাবিহা ইয়াসমিন রোজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাব একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম দিয়ে তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অনেক মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রন্থটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেক উপকারে আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকাংশ গ্রন্থ ইংরেজি মাধ্যমে রচিত। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং উৎকর্ষ সাধনে এসব বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন। এজন্য আমরা একটি 'ট্রান্সলেশন ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করতে চাই। অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাব রচিত এই গ্রন্থ নবীন শিক্ষক ও গবেষকদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক বর্তমান

অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাব রচিত গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রোকেয়া চেয়ার অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাব রচিত 'Public Administration: Theory and Concept' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব গতকাল ০৭ মে ২০২৫ বুধবার অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদিক হাসান এবং আন্তর্জাতিক এনজিও একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। বিভাগের-চেয়ারপার্সন ড. সাবিহা ইয়াসমিন রোজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাব একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম দিয়ে তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অনেক মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রন্থটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেক উপকারে আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকাংশ গ্রন্থ ইংরেজি মাধ্যমে রচিত। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং উৎকর্ষ সাধনে এসব বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন। এজন্য আমরা একটি 'ট্রান্সলেশন ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করতে চাই। অধ্যাপক নাজমুন্নেসা মাহতাব রচিত এই গ্রন্থ নবীন শিক্ষক ও গবেষকদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ৩টি অংশে বিভক্ত একাডেমিক গ্রন্থটিতে জনপ্রশাসনের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিষয় এবং বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার নানা দিক বর্ণনা করা হয়েছে। লোক প্রশাসন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায় প্রশাসন, লিডারশিপ স্টাডিজসহ বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

The Country Today

Publication ceremony of Prof Nazmunnessa Mahtab's book

DU Correspondent

The publication ceremony of the book titled "Public Administration: Theory and Concept", authored by Professor Nazmunnessa Mahtab—retired professor of the Department of Women and Gender Studies at the University of Dhaka and Rokeya Chair Professor of the University Grants Commission of Bangladesh—was held Wednesday at the Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium.

The event was presided over by the Vice-Chancellor of the University of Dhaka, Prof Dr. Niaz Ahmed Khan. Education Advisor Professor Dr. Chowdhury Rafiqul Abrar was present as the chief guest.

Continued to page 2

Publication ceremony

The Department of Women and Gender Studies at the University of Dhaka organized the ceremony.

Professor Dr. Tayebur Rahman, Dean of the Faculty of Social Sciences at the University of Dhaka, attended the event as a special guest. Professor Dr. Sadik Hasan of the Department of Public Administration and Farah Kabir, Country Director of international NGO ActionAid Bangladesh, discussed the book's content and significance. Professor Dr. Tania Haque of the Women and Gender Studies Department delivered the welcome address, and Department Chairperson Dr. Sabiha Yasmin Rozi gave the vote of thanks. The event was attended by Associate Professor Saifuddin Ahmed, the university's proctor, along with teachers and students from various departments. Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan described Professor Nazmunnessa Mahtab as a dedicated teacher and researcher who has earned a place in the hearts of many through her academic contributions. He mentioned that the book will be highly beneficial for both teachers and students as a textbook.

The Daily Observer

Vice-Chancellor of Dhaka University Prof Dr Niaz Ahmed Khan inaugurates the tree census initiative on Wednesday conducted by the university's Arboriculture Center with support from the DU Environment Society and Green Future Foundation. PHOTO: OBSERVER

খবরের কাগজ

ঢাবিতে প্রথমবারের মতো বৃক্ষশুমারি শুরু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৫ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

08 May 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো বৃক্ষশুমারি শুরু

ঢাবি প্রতিনিধি

'বিদেশি নয়, দেশীয় বৃক্ষে ঢাবি সাজাই' স্লোগানকে ধারণ করে আজ ০৭ মে ২০২৫ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষশুমারি শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মল চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরিকালচার সেন্টার এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় আরবরিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, পরিবেশ সংসদের নেতৃবৃন্দ, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিগণ এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ ▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ৭

শেষ পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃক্ষশুমারি কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়ায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নানা প্রজাতির বৃক্ষ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে এই বৃক্ষশুমারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতেও এই বৃক্ষশুমারি অবদান রাখবে। এর মাধ্যমে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারব। ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই বৃক্ষশুমারি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ১০-সদস্যের একটি দল এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে আইকনিক ল্যান্ডস্কেপে পরিণত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্রজাতির ফল, ফুল ও বনজ বৃক্ষের সংখ্যা ও ঘনত্ব নির্ণয়, বৃক্ষের স্বাস্থ্য, দেশি গাছ ও বিদেশি গাছের সংখ্যা নির্ণয়, প্রাচীন গাছের সংখ্যা নির্ণয়, বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের তালিকা তৈরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকারক গাছের সংখ্যা নির্ণয়ে কাজ করবে এই বৃক্ষশুমারি দলটি।

ঢাবি ক্যাম্পাসে বৃক্ষশুমারি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

'বিদেশি নয়, দেশীয় বৃক্ষে ঢাবি সাজাই' স্লোগানকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে প্রথমবারের মতো বৃক্ষশুমারি শুরু হয়েছে। এই শুমারিতে বিভিন্ন প্রজাতির ফল, ফুল ও বনজ বৃক্ষের সংখ্যা ও ঘনত্ব নির্ণয়, বৃক্ষের স্বাস্থ্য, দেশি গাছ ও বিদেশি গাছের সংখ্যা নির্ণয়, প্রাচীন গাছের সংখ্যা নির্ণয়, বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের তালিকা তৈরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকারক গাছের সংখ্যা নির্ণয় করা হচ্ছে।

গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নানা প্রজাতির বৃক্ষ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে এই বৃক্ষশুমারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারব। ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই বৃক্ষশুমারি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।'

আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনান্দের মধ্যে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদসহ আরবরিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ১০ সদস্যের একটি দল এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

দিনকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো বৃক্ষশুমারি শুরু

দিনকাল রিপোর্ট: বিদেশি নয়, দেশীয় বৃক্ষে ঢাবি সাজাই' স্লোগানকে ধারণ করে গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষশুমারি শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মল চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরিকালচার সেন্টার এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য ▸▸ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের

শেষ পাতার পর

রাখেন। এসময় আরবরিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, পরিবেশ সংসদের নেতৃবৃন্দ, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিগণ এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃক্ষশুমারি কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়ায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নানা প্রজাতির বৃক্ষ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে এই বৃক্ষশুমারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতেও এই বৃক্ষশুমারি অবদান রাখবে। এর মাধ্যমে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারব। ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই বৃক্ষশুমারি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ১০-সদস্যের একটি দল এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে আইকনিক ল্যান্ডস্কেপে পরিণত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্রজাতির ফল, ফুল ও বনজ বৃক্ষের সংখ্যা ও ঘনত্ব নির্ণয়, বৃক্ষের স্বাস্থ্য, দেশি গাছ ও বিদেশি গাছের সংখ্যা নির্ণয়, প্রাচীন গাছের সংখ্যা নির্ণয়, বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের তালিকা তৈরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকারক গাছের সংখ্যা নির্ণয়ে কাজ করবে এই বৃক্ষশুমারি দলটি।

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো বৃক্ষশুমারি শুরু

'বিদেশী নয়, দেশীয় বৃক্ষে ঢাবি সাজাই' স্লোগানকে ধারণ করে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষশুমারি শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মল চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে এই বৃক্ষশুমারি

(প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরবরিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, পরিবেশ সংসদের নেতৃবৃন্দ, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃক্ষশুমারি কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়ায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নানা প্রজাতির বৃক্ষ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে এই বৃক্ষশুমারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতেও এই বৃক্ষশুমারি অবদান রাখবে।

উল্লেখ্য, আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ১০ সদস্যের একটি দল এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রম পরিচালনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরিকালচার সেন্টার এই বৃক্ষশুমারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রোভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে আইকনিক ল্যান্ডস্কেপে পরিণত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্রজাতির ফল, ফুল ও বনজ বৃক্ষের সংখ্যা ও ঘনত্ব নির্ণয়, বৃক্ষের স্বাস্থ্য, দেশী গাছ ও বিদেশী গাছের সংখ্যা নির্ণয়, প্রাচীন গাছের সংখ্যা নির্ণয়, বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের তালিকা তৈরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকারক গাছের সংখ্যা নির্ণয়ে কাজ করবে এই বৃক্ষশুমারি দলটি। বিজ্ঞপ্তি

The Country Today

Tree census begins for first time at DU

DU Correspondent

With the slogan 'Adorn DU with Native, Not Foreign Trees,' a tree census has commenced on Wednesday at the University of Dhaka.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan inaugurated the tree census initiative as the chief guest at a ceremony held at the Mall Chattar. The Arboriculture Center of the university is conducting the census in collaboration with the Dhaka University Environment Society and Green Future Foundation.

The inaugural event was chaired by Professor Dr. Mohammad Jasim Uddin, Director of the Arboriculture Center. Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof Dr. Saima Haque Bidisha and Associate Professor Saifuddin Ahmed, the Proctor, were present as special guests. Officials and staff of the Arboriculture Center,

Continued to page 2

Tree census begins for

leaders of the Environment Society, representatives from Green Future Foundation, and students were also in attendance.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmad Khan thanked the organizers for initiating the tree census and remarked that this effort will play an important role in gaining a comprehensive understanding of the various tree species on the university campus. He expressed hope that the census would also contribute to raising awareness and encouraging the planting of native species. Through this initiative, scientific planning for the use of various areas on campus can be ensured. It will also support the conservation of the natural environment and biodiversity of the campus, and facilitate future development activities.

It is mentioned that the tree census is being conducted under the overall supervision of Professor Dr. Mohammad Jasim Uddin, Director of the Arboriculture Center. A 10-member team comprising researchers and students from the Department of Botany is carrying out the project.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৫ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

08 May 2025

প্রথম আলো

রোকেয়া হল

অ্যালামনাইয়ের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ৩১ মে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৭ম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ৩১ মে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য সদস্যরা আজ ৮ মে থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। ১৮ মে পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন চলবে। গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মৌসুমী দাশ পুরকায়স্থ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের রোকেয়া হল অ্যালামনাইয়ের কার্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সদস্যদের ০১৭১৬৭১৪২০৮, ০১৭১১৩৫৩২১৬, ০১৮১৭০০০৪৪৮, ০১৭৬০৩২৫৪৬২ এসব নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*